গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	১৯ অক্টোবর ২০২২ ও দুপুর ১২.৩০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব জনাব মো: হেমায়েত হোসেন বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতির সবগুলি বাস্তবায়িত।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, চলতি সেপ্টেম্বর/২২ মাসে অভীষ্ট ১৪ বিষয়ে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ যুগ্মসচিব (সকল)/ সকল সংস্থা প্রধান
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, 'হাওর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন আলোকে ডিপিপি পুর্নগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, হাওড় ও বিলে আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিএফআরআই হতে 'কিশোরগঞ্জ জেলায় হাওড় মৎস্য গবেষণা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বিল মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পের উপর গত ২৯.০৮.২০২১ তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুর্নগঠন কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন সাপেক্ষে হাওড় ও বিলের মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ গবেষণাসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন	বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই

		করা সম্ভব হবে।		
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের আগষ্ট ২০২২ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৬৩২.০৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ১৫৫.৬৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত করাখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়। (খ) সম্প্রতি অধিক উৎপাদনশীল ভেনামী চিংড়ি ট্রায়াল বেসিসে চাষ শুরু হয়েছে। ভেনামী মাছের উৎপাদন হার অনেক বেশি হওয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহ কাঁচামালের অধিক যোগান পাবে বিধায় মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কুয়েত এবং মালদ্বীপে মাংস রপ্তানি চলমান আছে। ▪ সৌদি আরবে মাংস রপ্তানি পূনঃরায় শুরু করতে নিম্মোক্ত কার্যক্রম চলমান আছে - ➢ গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ রোগমুক্ত জোন ঘোষণা করার লক্ষ্যে FAO-ECTAD এর কারিগরী সহয়তায় Bangladesh Animal Health Intelligence System (BAHIS) শীর্ষক web based software এর মাধ্যমে দেশব্যাপী Animal Disease Surveillence কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ঐসকল এলাকায় নিয়মিত টিকা প্রদান পরবর্তী ক্ষুরারোগ এর Disease status রিপোর্ট করা করা হচ্ছে। Epidemilogy Unit, DLS কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এ রিপোর্ট FAO কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। ➢ Epidemiological pathogen, physical/ chemical/contaminants detection এ Quality Control Laboratory (QC Lab.), সাভার, ঢাকা ইতোমধ্যে SGS United Kingdom Ltd. এবং Bangladesh Accreditation Board এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ISO 9001:2015 ব্যবস্থাপনা সনদ ও ISO/IEC 17025:2017 এ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জন করেছে। ➢ Central Disease Investigation Laboratory (CDIL) ও Field Disease Investigation Laboratory (FDIL) সমূহে FMD সনাক্তকরণ ও Sero-surveillence সক্ষমতা অর্জন করেছে।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (গ) জরুরি ভিত্তিতে Fish Conservation-এর বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য এবং মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মাছের বর্জ্য/	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ পরিকল্পনা/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/

	মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	• চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট ১৭,৯৩৮.০০ মে.টন হিমায়িত মাছ, বরফায়িত মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৪৬.৭২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত ৭৩৯.৬০ মে.টন উপযাত দ্রব্য রপ্তানি করে ০.৯১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, কাপ্তাই লেক, উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চলে আহরিত মৎস্যের আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস করে রপ্তানির জন্য গুণগত মানসম্পন্ন মাছের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন ০২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে রপ্তানীযোগ্য মাছের সংরক্ষণ ও হিমায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসম্মত মাছের সরবরাহ নিশ্চিত হয়, তেমনি গুণগত মানসম্পন্ন মাছ রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বিদেশের বাজারে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিশ্ব বাজারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে NOC নিয়ে ৬২.৯৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে যা বিগত বছরের তুলনায় ২১.৩০ শতাংশ বেশী (২০২১-২২ অর্থবছরে ৫১.৯০ কোটি টাকা)। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় ২৮.৯৭ লক্ষ মার্কিন ডলারের প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।	উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দেশব্যাপী ৪,৫৩৫ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত মোট ১২.১০ লক্ষ ডোজ তরল এবং হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের মাধমে ৯.৮৮ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে ৩.৯৮ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। একইসাথে, উচ্চ জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন বুলের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করানোর উদ্দেশ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত ২৪ টি সুপিরিয়র কেনিডিডেট বুল উৎপাদিত হয়েছে। গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে “কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন” (৩য় পর্যায়) ও “মহিষ উন্নয়ন” (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মহিষের ১১ টি প্রকল্প এলাকায় খামারী পর্যায়ে মোট ৪৮,৫৫১ টি মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৫০ জন করে মোট ৫৫০ মহিষ পালনকারী খামারীকে বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত খামারীদের দেশী মহিষের জাত উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহিষ ট্যাগিং (৩১৯৩ টি মহিষ), হার্ডবুকে তথ্য সংরক্ষণ (৭০৩টি মহিষ), নির্বাচিত খামারীদের মহিষে কৃমিনাশক (৭১৭৮ টি মহিষ) ও টিকা প্রদান (৮৪৯২ টি মহিষ) করা হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগী ৫৪ জন খামারীর জমিতে উন্নত জাতের ফডার চাষ করা হয়েছে। মহিষ পালনে প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে ১০ টি ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বকনা মহিষের ২২-২৪ মাস বয়সে হিটে আসা নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, রোটেশনাল গ্রেজিং সিস্টেম, কমিউনিটিভিত্তিক মহিষ	ক) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে। খ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস) /মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

		হৃষ্টপুষ্টকরণ, জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং মহিষের রোগ বিস্তার ও চিকিৎসা কৌশল উন্নয়ন।		
৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন)টি লং লাইন পদ্ধতির জলযান (ফিশিং বোট, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • জয়েন্ট ভেঞ্চারে টুনা ও টুনাজাতীয় (Pelagic) মৎস্য আহরণের নিমিত্ত ইনফিনিটি মেরিটাইম রিসোর্স এন্ড রবুটিক্স টেকনোলজি লিঃ এর অনুকূলে ভিয়েতনাম হতে লং লাইনার প্রকৃতির ০১ (এক)টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির ০১ (এক)টি ফিশিং বোট আমদানির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫,৩৮৬ টি ফার্মার্স গ্রুপ গঠণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত এ সকল ফার্মার্স গ্রুপের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, লজিস্টিকস এবং ইনপুট সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে। ফার্মার্স গ্রুপ হতে ৬৫২৫০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এনএটিপি (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় Agricultural Innovation Fund (AIF 2 & 3) এর মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত ১,০৩৮ টি Producers Organization-কে ট্রেনিং এবং ইনপুট প্রদান করা হয়েছে।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ফি'র পরিমাণ কমাতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে "মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" – শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৮ টি বিভাগের ৪৯ টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় মহিষের কৃত্রিম প্রজননের আওতায় দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি সুবিধার মাধ্যমে অধিকতর উৎপাদনক্ষম মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৮৪ টি অধিক দুধ উৎপাদনকারী গাভী ও ষাড় মহিষ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১৬০ টি উন্নত জাতের মহিষ ভারত হতে সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তাছাড়া ভোলার চর এলাকা, সুনামগঞ্জ, অন্যান্য হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ খামার স্থাপনের লক্ষ্যে "হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ মহিষ খামার স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প তৈরীর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমাপান্তে প্রকল্প প্রণয়ন চলমান আছে।	ভোলার চর এলাকা এবং সুনামগঞ্জে মহিষ খামার স্থাপনের জন্য নতুন প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে Bengal Meat নামক প্রতিষ্ঠান মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ করে মালদ্বীপ ও কুয়েতে মাংস রপ্তানী করছে। ছাগলের মাংস রপ্তানীতে প্রধান বাধা বাংলাদেশে পিপিআর রোগের উপস্থিতি। পিপিআর রোগ নির্মূলে 'গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পিপিআর রোগ নির্মূল' প্রকল্পের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পিপিআর রোগমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া Kazi Farms Ltd., CP Bangladesh Ltd., Paragon, Nourish সহ ১০ টি (দশ) প্রতিষ্ঠান পোল্ট্রি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে যুক্ত রয়েছে। সফলভাবে পিপিআর রোগ নির্মূল কার্যক্রম সমাপ্ত হলে Black Bengal Goat-এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানিতে আর কোন বাধা থাকবে না। এছাড়াও, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত "Black Bengal Goat উৎপাদন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে"র আওতায় রপ্তানী সম্ভবনাময় দেশসমূহে Goat Meat Expo. এবং বাংলাদেশে সেইসব দেশেরে কূটনীতিক ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে Goat Meat Party করার	Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় গবেষণা শুরু করবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

		পরিকল্পনা আছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সিমেন এক্সটেন্ডার নির্বাচন, সঠিক প্রজননের সময় নির্বাচন, মানসম্পন্ন হিমায়িত বীজ উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও ফলাফল মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সাথে অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের সংকরায়ন রোধকল্পে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার প্রচারণা সহ খামারী মাঠ দিবস পরিচালিত হচ্ছে।		
১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে ৩ টি সরকারী ভেড়ার খামার পরিচালিত হচ্ছে এবং এ সকল খামার হতে আগ্রহী খামারীগনের মাঝে হ্রাসকৃত মূল্যে ভেড়া বিতরন করা হয়ে থাকে। ভেড়া ও ভেড়ার মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের লক্ষে TV tiller/TVC তৈরীর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ভেড়ার মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক "ভেড়ার জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রনয়ণ কাজ চলমান আছে।	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালয়েশিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট ০১.০৬ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ২৬৩.৪৫ মে.টন কাঁকড়া এবং ০০.০০৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের ১.০০ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ১০.৪২ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১৯৪২.৮০৪ মে.টন কাঁকড়া এবং ২.৬১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৭১৭.৫৩ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণচীনের General Administration for China Customs (GACC) কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকা চায়না প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • বন বিভাগ কর্তৃক সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকা হতে কাঁকড়া আহরণের ছাড়পত্র (NOC) প্রদান করা হয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর হতে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রাপ্তির পর কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে। কুঁচিয়া আহরণ ও রপ্তানির বিষয়ে বন বিভাগের কোন প্রকার আইনগত নিয়ন্ত্রণ নেই। মৎস্য অধিদপ্তর হতে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রাপ্তির পর কুচিঁয়া রপ্তানি হয়ে থাকে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ''বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ'' শীর্ষক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শামুক ও ঝিনুকের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে-যা কাঁকড়া চাষ, সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। মাঠ পর্যায়ে এসব অপ্রচলিত প্রজাতির চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) ঝিনুক নিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-কে গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) কুচিয়া রপ্তানির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ	ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান	অতিরিক্ত সচিব

	অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ০৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ০৭ শত ৪০ টাকা। আদায়ের হার ৭৯%। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি অব্যাহত আছে।	তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের আগস্ট, ২০২২খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ১৯১ টি অভিযান, ০৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ১৫৫টি গণসচেতনতা সভা, ৫০৭ বার হাটবাজার পরিদর্শন এবং ০১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। • মৎস্য খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণরোধে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আগষ্ট, ২০২২ মাস পর্যন্ত ২০৮টি অভিযান, ৪৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ০.০৫ মে.টন মৎস্য খাদ্য প্রত্যাহার/ বিনষ্টকরণ, ১টি নিয়মিত মামলা দায়ের, ৩টি লাইসেন্স বাতিল/ স্থগিত, এবং ৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ▪ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত ৭৪৮ টি সভা/সেমিনার, স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে ২৯৭টি বিজ্ঞাপন, ৩১টি টিভি/রেডিও বিজ্ঞাপন প্রদান এবং ৬টি টক শো আয়োজন করা হয়েছে। ▪ মাঠপর্যায়ে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন সংক্রান্ত নজরদারির স্বার্থে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত ১৬৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে, যা ফরমালিনসহ খাদ্যে অনান্য ভেজাল মিশ্রণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করছে। ▪ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন গবেষণাগার ও প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগারে সম্মিলিতভাবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত মোট ১৫০৫ টি নমুনার ৪২৮৯টি পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।	মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৪.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নন ট্যাক্স রেভিনিউ-৩ অধিশাখা, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৪৫.৪৪. ০০১.১৫-৪৩, তারিখ-০৫/১২/২০১৯ মোতাবেক সরকারি চিড়িয়াখানার নিজস্ব আয়ের অর্থ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার অবকাশ নেই। তবে চিড়িয়াখানার প্রাণিখাদ্য ক্রয়সহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে বাংলাদেশে জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার আবর্তক তহবিল হতে ব্যয়ের প্রবিধান থাকায় এবং আবর্তক তহবিলে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকায় চিড়িয়াখানার নিজস্ব আয়ের অর্থ হতে ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।	এ বিষয়ে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৫.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে	• মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের ০৯ (নয়)টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং অস্থায়ীভাবে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ৬০(ষাট)টি পদসহ সর্বমোট ৬৯ (উনসত্তর)টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে। উক্ত পদসমূহ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ মহাপরিচালক, মৎস্য

	ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • মৎস্য অধিদপ্তরেরর বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকল্পে মোট ৩,১৪৭টি পদ সৃজনের নিমিত্ত সংশোধিত প্রস্তাবসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।		অধিদপ্তর
১৬.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকার ও গোলাকৃতির মুক্তা উৎপাদনের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। দেশীয় ঝিনুকে গোলমুক্তা, রাইসপার্ল এবং ইমেজ পার্লের উপর গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে বাণিজ্যিক চাষের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের মুক্তা চাষের উপর বিএফআরআই কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মুক্তা চাষের কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। ফলে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান মুক্তা চাষ সিমীত পরিষরে করে সমীচীন বিধায় সারা এ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত মুক্তা চাষ সংক্রান্ত Documentary প্রস্তুত করার জন্য সচিব মহোদয় সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক. ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা উৎপাদন করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। খ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত মুক্তা চাষ সংক্রান্ত Documentary প্রস্তুত করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই /মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
১৭.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, গবেষণায় দেখা যায় যে প্রাকৃতিক মুক্তায় যেহেতু কোন ধরণের Post harvest treatment করা হয় না তাই খোলা অবস্থায় বাতাসের সংস্পর্শে এর উপরের Luster এবং Pearly Layer ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু উৎপাদিত মুক্তাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (৪০°সে.), অতি উজ্জল আলো (১১০০০ Lux), নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে, বিভিন্ন সময় ব্যাপী treatment করে মুক্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
১৮.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে নীলফামারী, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণাসহ দেশের মোট ৪১টি জেলার ৯০টি উপজেলায় চাষীরা চ্যাপ্টা মুক্তা চাষ করছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
১৯.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ইতোমধ্যেই ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৭ বছর মেয়াদী ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধিকরণ এবং রং প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।	ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান এবং নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮,৬৪১ টি পদ সৃজন এবং ৩৪টি পদ বিলুপ্তির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকল্পে মোট ৩১৪৭টি পদ সৃজনের নিমিত্ত সংশোধিত প্রস্তাবসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/ পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গ) জরুরিভিত্তিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষিদের ঋণ প্রদানের শর্তসমূহ সহজীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ বাস্তবায়ন নীতিমালায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ০৭/১০/১৯ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অগ্রগতি জানানোর জন্য গত ১২/১১/২০১৯ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বিধায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পুনরায় ২৯/০৮/২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ) ২৮/০১/২০২০ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট বর্তমান এসএমইগুলো কী কী এবং এসএমই শিল্প ঘোষণা করার পূর্ব শর্ত কী সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করে সহায়তা করার জন্য চেয়ারপার্সন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনকে ২৯/০৮/২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয়	ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও পুর্নবিন্যাস প্রস্তাবে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক,

	জনবল সৃষ্টি, **NRCP** -এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।	খ) অর্থ বিভাগের প্রবিধি-৩ অধিশাখা হতে ০১/০২/২০১৬ তারিখের ১০ নং স্মারকের পত্রে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।	মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন''।	ক) ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী করে তোলা ও আপদকালীন জীবিকা পরিচালনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সহায়ক তহবিল গঠনের নিমিত্ত 'আমার বাড়ী, আমার খামার' প্রকল্পে অনুসৃত মডেলের অনুরূপ প্রাথমিকভাবে সরকারি অনুদানভিত্তিক ''ইলিশ উন্নয়ন ফান্ড'' গঠনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরো পরীক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্ট শব্দটির পরিবর্তে ফান্ড শব্দটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। খ) বিধিমালা প্রণয়ন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	• মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল" শিরোনামের একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হয়েছে। • "আবর্তক তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা" এর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং "ট্রাষ্ট ফান্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। • ৬ জেলার ১৫ উপজেলার ইলিশ সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত ৩১৭ জন কমিউনিটি ফিসগার্ডকে জনপ্রতি ১ হাজার টাকা করে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সাধারণত দরিদ্র জেলে পরিবারের সদস্যরাই জীবিকার জন্য চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ করে থাকে। এই সকল জেলে পরিবারকে উপকূলীয় এলাকায় ৬৫দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে প্রতিবছর ভিজিএফ সহায়তা প্রদান করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ০৩/১২/১৬ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ২৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী Action Plan প্রস্তুত করা হয় এবং অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ০১/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। • বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণার সরকারি সিদ্ধান্ত হওয়ায় হালদা নিয়ে নতুন করে কর্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ বাস্তবায়ন কমিটি" চট্টগ্রাম (২৯ সদস্য) ও খাগড়াছড়ি (২১ সদস্য) গঠন করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	ক) মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সভার আলোচনা মোতাবেক পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সয়াবিন মিল রপ্তানি বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সমঝোতা স্মারকের প্রয়োজন নেই মর্মে বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৬। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছেঃ

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;
২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;
৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/১০/২২

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব